নিশ্চয়তা ও বাধ্যতা

১ম যোহন ৩ অধ্যায় ১৯-২৪ পদ

প্রথম যোহন পত্রের এই অংশে উপস্থিত হবার আগে, আমরা ঈশ্বরের সন্তানদের দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা শিখেছি। প্রথম বৈশিষ্ট্যটি হল, খ্রীস্টবিশ্বাসী কখনও ক্রমশ বা ধারাবাহিকভাবে পাপাচরণ করতে পারে না (৩:৪-১০)। আর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি হল, কয়িনের মতো নিজের ভাইকে ঘৃণা করা নয় কিন্তু যীশু খ্রীস্টের ন্যায় একে অন্যকে ভালোবাসে। এখন, এমন ভ্রাতৃপ্রেমের জীবন আমরা যখন যাপন করি, তখন আমরা যে আশীর্বাদ লাভ করি, তা হল, মূলতঃ এই নিশ্চয়তা যে, আমরা সত্যের (১৯, ২০ পদ)। আর এই নিশ্চয়তা আমাদেরকে প্রার্থনায় ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হতে আত্মবিশ্বাস দেয় (২১,২২ পদ)। এখন, আমাদের এই নিশ্চয়তা যদিও শেষ পর্যন্ত স্বয়ং ঈশ্বরের উপরেই নির্ভর করে, তথাপি, আমরা যেন যীশুকে বিশ্বাস করা ও একে অন্যকে ভালোবাসার আজ্ঞা ধারাবাহিকভাবে পালন করি (২৩ পদ)। তা যখন আমরা পালন করি, তখন পবিত্র আত্মা আমাদের হৃদয়ে এই নিশ্চয়তা দেয় যে, ঈশ্বর আমাদের মধ্যে আছেন (২৪ পদ)।

১৯ পদে যোহন তার পাঠকদের লিখেছে, *"এতে জানব যে, আমরা সত্যের, এবং তাঁর সাক্ষাতে নিজেদের হৃদয় আশ্বাসযুক্ত করব।"* যোহন এই পদ শুরু করেছে *"এতে বা ইহাতে"* বলে। এর দ্বারা যোহন এর ঠির আগে যে কথা বলেছে, তাকে নির্দেশ করেছে। হ্যাঁ, এর দ্বারা যোহন খ্রীস্টবিশ্বাসী তথা ঈশ্বরের সন্তানদের মধ্যে একে অন্যের প্রতি কাজে ও সত্যে প্রেমকে নির্দেশ করেছে। অর্থাৎ, আমরা যখন একে অন্যকে ভালোবাসি, তখন আমরা জানতে পারি যে, আমরা সত্যের। বিশ্বাসী আমরা যখন খ্রীস্টের প্রতি আমাদের বিশ্বাসে ঘাটতি অনুভব করি এবং আমরা জানতে চাই যে, আমরা ঈশ্বরে অবস্থিতি করছি কি-না; তখন আমাদের প্রয়োজন, আমরা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করছি কি-না, সে বিষয়ে নিজেদের সমীক্ষা করা।

এখন, এইভাবে আত্ম-সমীক্ষা করতে গিয়ে, একজন খ্রীস্টবিশ্বাসী উপলব্ধি করতেই পারে যে, তার জীবন সেই স্বর্গীয় মান থেকে নিচে অবস্থিতি করছে। অর্থাৎ, সে তার ভাইকে সেই পরিমাণে ভালোবাসতে ব্যর্থ হয়েছে, যে পরিমাণে তাকে ভালোবাসা তার উচিৎ ছিল। এই কারণে, সেই খ্রীস্টবিশ্বাসী তার নিজের জীবন সম্বন্ধে পাপ থেকে স্বাধীনতা দাবী করতে পারে না। এইভাবে, সেই খ্রীস্টবিশ্বাসীর আচরণ যখন তার বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তখন সে কীভাবে সত্যে থাকার সম্ভাবনা চিন্তা করতে পারে? এর উত্তরে যোহন লিখেছে, *"কারণ, আমাদের হৃদয় যদি আমাদের দোষী করে, ঈশ্বর আমাদের হৃদয় থেকে মহান এবং সকলই জানেন"* (২০ পদ)। এর অর্থ, আমাদের হৃদয় আমাদেরকে যতখানি জানে, ঈশ্বর আমাদেরকে তার থেকে বেশি উপলব্ধি করেন। তিনি তাঁর সর্বজ্ঞতায় আরও জানেন যে, তাঁর আজ্ঞাসকল পালন করণার্থে আমাদের দূর্বল চেষ্টাসমূহ তাঁর প্রতি আমাদের সত্য আনুগত্যের উৎস থেকেই এসে থাকে। যোহনের এই কথাকে আমরা করিন্থীয় মণ্ডলীর প্রতি প্রেরিত পৌলের লেখা প্রথম পত্রের কথার সঙ্গে তুলনা করতে পারি, যেখানে পৌল লিখেছে, *"কিন্তু তোমাদের দ্বারা কিম্বা মানুষের বিচার-সভার দ্বারা যে আমার বিচার হয়, তা আমার মতে খুব ছোট বিষয়; এমন কি, আমি আমার নিজেরও বিচার করি না। কারণ আমি আমার নিজের বিরুদ্ধে কিছু জানি না, তথাপি এতে আমি নির্দোষ বলে প্রতিপন্ন হচ্ছি না; কিন্তু যিনি আমার বিচার করেন, তিনি প্রভু। অতএব তোমরা সময়ের আগে, যে পর্যন্ত প্রভু না আসেন, সেই পর্যন্ত কোনও বিচার কোরো না; তিনিই অন্ধকারের গুপ্ত বিষয় সকল আলোতে আনবেন, এবং হৃদয় সকলের মন্ত্রণা সকল প্রকাশ করবেন; আর সেই সময় প্রত্যেকে ঈশ্বর থেকে নিজের নিজের প্রশংসা পাবে"* (১ করিন্থিয় ৪:৩-৫)। পৌলের এই কথা থেকে পরিষ্কার যে, চূড়ান্ত বিচার অন্য কোনও মানুষের দ্বারা কিম্বা নিজের বিবেকের দ্বারাও নয়; কিন্তু তা ঈশ্বরেরই দ্বারা সাধিত হবে। যোহনও এখানে সেই একই কথা তার পাঠকদের বলেছে, তারা যেন নিজেদেরকে ঈশ্বরের বিচারের নিচে নিরাপদে সমর্পণ করে, যিনি তাদের হৃদয়ের থেকে মহান ও তাদের বিষয় সমস্তই জানেন। ফলস্বরূপ, তাদের হৃদয় তাদের দোষী করলেও, তারা তাদের হৃদয়ে আশ্বাস বা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

শান্তি অনুভব করতে পারে ***(তাঁর সাক্ষাতে আশ্বাসযুক্ত)***।

এখন যদি প্রশ্ন করা যায়, যোহন তার পাঠকদের এমন পুনঃনিশ্চয়তা দেবার উপলক্ষ্য কী? কেবল শেষবিচারের দিনে ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হবার সময় নয়, কিন্তু বিশ্বাসী তার জীবনে যখনই ঈশ্বরের সামনে তার পরিস্থিতি সম্বন্ধে সন্দেহ করে, তখনই সে এই নিশ্চয়তা পেতে পারে। আমাদের হৃদয় আমাদেরকে যতই দোষী করুক না কেন, আমরা যখন তাঁর কাছে ক্ষমা পেতে চাই এবং তাঁর করুণার কাছে নিজেদের সমর্পণ করতে চাই, তিনি আমাদের গ্রহণ করে থাকেন। কারণ, তিনি তাঁর সর্বজ্ঞতায় ***"প্রভু জানেন, কে কে তাঁর"*** (২ তীমথিয় ২:১৯)।

আমাদের প্রভুকে তিনবার অস্বীকার করার পর পিতর যখন কেঁদেছিল, প্রভু জানতেন পিতরের সেই কান্না ছিল প্রকৃত অনুতাপের, তাই তিনি পিতরকে ক্ষমা করেছিলেন ও পুনরায় নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। শয়তান যখন আমাদের মধ্য থেকে এই নিশ্চয়তা কেড়ে নিতে চায় (প্রকাশিত বাক্য ১২:১০), তখন পাপস্বীকারের মাধ্যমে ঈশ্বর যে আমাদের ক্ষমা করেছেন, সে বিষয়ে আমাদের সর্বদা নিশ্চিত থাকতে হবে।

একটা বিষয় খুবই স্পষ্ট যে, আমাদের হৃদয় যদি আমাদের দোষী করে, তাহলে, আমরা কখনও সাহসপূর্বক **ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হতে** পারি না। এখন এই সাহস বা আত্মবিশ্বাস কেবল মাত্র খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমণের (২:২৮) সময় নয়, কিন্তু তা এখন এই মুহূর্তে পৃথিবীর মাটিতেও বিশ্বাসী আমাদের প্রয়োজন। কারণ, আমরা যখন সেই সাহস, আশ্বাস বা আত্মবিশ্বাসের অধিকারী হই, তখনই কেবল আমরা ঈশ্বরের কাছে আমাদের যাচ্ঞা সকল নিয়ে আসতে পারি। তাই, ২১ পদে যোহন লিখেছে, ***"প্রিয়তমেরা, আমাদের হৃদয় যদি আমাদের দোষী না করে, তবে ঈশ্বরের উদ্দেশে আমাদের সাহস লাভ হয়।"*** আমরা যখন উপলব্ধি করি যে ঈশ্বর আমাদের হৃদয় থেকে বড় বা মহান, এবং তিনি সমস্তই জানেন, তখন আমরা আমাদের হৃদয়ে আশ্বাসযুক্ত হই এবং আমাদের হৃদয় আর আমাদের দোষী করে না; ফলস্বরূপ আমরা সাহসের সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হতে পারি। এই সাহসই ঈশ্বরের কাছে আমাদের বিভিন্ন যাচ্ঞা উপস্থিত করতে আমাদের সক্ষম করে।

এইভাবে, সাহসের সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হয়ে, আমরা যখন আমাদের বিভিন্ন যাচনা তাঁর কাছে উপস্থিত করি, তখন তিনি তা দিয়ে থাকেন। ২২ক পদে যোহন বলেছে, ***"আর যা কিছু যাচনা করি, তা তাঁর কাছে পাই।"*** যোহন ১৪:১৪ পদে যীশু আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন, ***"যদি আমার নামে আমার কাছে কিছু যাচনা কর, তবে আমি তা করব।"*** আবার, যোহন ১৬:২৩ পদে যোহন লিখেছে, ***"সত্য, সত্য আমি তোমাদের বলছি, পিতার কাছে যদি তোমরা কিছু যাচনা কর, তিনি আমার নামে তোমাদের তা দেবেন।"*** যীশুর এই সমস্ত প্রতিজ্ঞাকে আমরা অনেক সময় ভুল বুঝে থাকি। এখন, ঐ সমস্ত পদকে উপলব্ধি করতে গিয়ে আমরা যেন তাদের প্রেক্ষাপটকে উপেক্ষা না করি। কারণ ঐ সমস্ত প্রতিজ্ঞার পাশাপাশি যোহন ***"তাঁর ইচ্ছায়"*** ঐ সমস্ত যাচনা করতে বলেছে। যোহন ১৪:১৫ পদে যীশু বলেছেন, ***"তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করবে।"*** আবার, ১৫:৭, ১০, ১৪ পদে যীশু বলেছেন, ***"তোমরা যদি আমাতে থাক, এবং আমার বাক্য যদি তোমাদের মধ্যে থাকে, তবে তোমাদের যা ইচ্ছা হয়, যাচনা কোরো, তোমাদের জন্য তা করা যাবে। . . . তোমরা যদি আমার আজ্ঞা সকল পালন কর, তবে আমার প্রেমে অবস্থিতি করবে . . . আমি তোমাদের যে সমস্ত আজ্ঞা দিচ্ছি, তা যদি পালন কর, তবে তোমরা আমার বন্ধু।"*** এখানেও যোহন বলেছে, ***"কারণ আমরা তাঁর আজ্ঞা সকল পালন করি, এবং তাঁর দৃষ্টিতে যা যা প্রীতিজনক, তা করি"*** (২২খ)। এখন, খ্রীস্টবিশ্বাসী আমাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন, আমাদের জীবনে যীশুকে অনুসরণ করা। তাই, যীশু যেমন তাঁর পার্থিব জীবনে, ***সর্বদা পিতার ইচ্ছা পালনের দ্বারা তাঁর সন্তোষজনক কাজ করেছেন*** (যোহন ৮:২৯; ১৫:১০), খ্রীস্টবিশ্বাসী আমাদেরও উচিৎ সর্বদা তাঁর আজ্ঞা সকল পালন করা (২:৩)। এইভাবে, আমরা যখন তাঁর আজ্ঞা সকল পালন করব, (কিম্বা সার্থক না হলেও পালন করতে চেষ্টা করব), তিনি যেহেতু আমাদের হৃদয় থেকে বড় এবং আমাদের হৃদয় জানেন, তিনি আমাদের হৃদয়ে নিশ্চয়তা দেবেন; তখন আমরা সাহসের সঙ্গে আমাদের বিভিন্ন যাচনা তাঁর কাছে আনব, এবং তিনি তাদের উত্তর

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

দেবেন।

অবশ্য, এর অর্থ এই নয় যে, তাঁর আজ্ঞা সকল পালনের দ্বারা আমরা আমাদের প্রার্থনার উত্তর লাভে যোগ্যতা অর্জন করি। এমন চিন্তা তাঁর আজ্ঞা পালনে তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসার পরিবর্তে, ব্যবস্থার বাধ্যবাধকতাকেই জোর দেয় (যেমন অপব্যয়ী পুত্রের দৃষ্টান্তে বড় ছেলে করেছিল)। পরিবর্তে, ঈশ্বরের সঙ্গে পিতা-সন্তানের সম্পর্ককে স্মরণ করে, বিশ্বাসী আমরা ভালোবেসে তাঁর আজ্ঞা সকল পালন করি, যেহেতু প্রেমই ব্যবস্থার পূর্ণতা (রোমীয় ১৩:৮-১০)। এইভাবে, আমরা যখন তাঁর প্রেমে আনন্দ করি, তখন আমরা তাঁর ইচ্ছার অনুকরণে ইচ্ছাও করে থাকি।

এইভাবে, ঈশ্বরের আজ্ঞা সকল পালন করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলার পর, যোহন সমস্ত আজ্ঞাকে একটি আজ্ঞায় সারসংক্ষেপ করেছে, যে আজ্ঞার দুটি অংশ বর্তমান। আর তা হল ঃ যীশু খ্রীস্টের নামে বিশ্বাস ও একে অন্যকে ভালোবাসা, *"আর তাঁর আজ্ঞা (একবচন) এই, যেন আমরা তাঁর পুত্র যীশু খ্রীস্টের নামে বিশ্বাস করি এবং পরস্পর প্রেম করি, যেমন তিনি আমাদের আজ্ঞা দিয়েছেন।"* ১ম যোহন পত্র পাঠ করার পর আমাদের মনে এমন ধারণা হতে পারে যে, খ্রীস্টধর্মের সারসংক্ষেপ হল একে অন্যকে প্রেম করা। এখন, এমন ধারণা থেকে, যে ভ্রান্ত চিন্তায় আমরা উপনীত হতে পারি, তা হল, যে কেউ প্রেম করে, সেই খ্রীস্টবিশ্বাসী। এখন, এমন ভ্রান্ত-চিন্তাকে আমরা এড়াতে পারি, আমরা যদি এই পদের প্রতি যথেষ্ট নজর দিই। এই পদ থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাস এবং পরস্পরকে প্রেম হাতে হাত ধরে এগিয়ে চলে; এদের একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি কখনও পূর্ণ হতে পারে না। এইভাবে, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের সঠিক বিশ্বাস ও মানুষের প্রতি আমাদের প্রেম একই মুদ্রার দুটি দিক।

যোহনের সময় সেই মণ্ডলীতে যীশুর বিষয় ভ্রান্ত ধারণা থাকায়, যোহন পরিষ্কারভাবে তার পাঠকদের কাছে সঠিক বিশ্বাসের উপর জোর দিয়েছে ঃ ঈশ্বর পুত্র যীশু খ্রীস্টের নামে বিশ্বাস। যীশু খ্রীস্টের **নামে** বিশ্বাসের অর্থ, তাঁর নামের যে অর্থ, তাঁর নাম সেই ক্ষমতার অধিকারী। সেই যীশু যদি ঈশ্বরের পুত্র না হন, কিম্বা সেই যীশু যদি খ্রীস্ট না হন, তাহলে তিনি আমাদের পাপ থেকে উদ্ধারও করতে পারেন না, কিম্বা ঈশ্বরের সামনে আমাদের উপস্থিতও করতে পারেন না (তিনি আমাদের নৈতিক বা আধ্যাত্মিক গাইড হতে পারেন, কিন্তু আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারেন না, পরীক্ষার সময় আধ্যাত্মিক সাহায্যও করতে পারেন না, কিম্বা মৃত্যুর পর অনন্ত জীবনের নিশ্চয়তা দিতে পারেন না)।

এইভাবে, বিশ্বাসী আমরা যখন ঈশ্বরের আজ্ঞা সকল পালন করি, তখন তা আরও একটি কাজ করে থাকে ঃ **ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সহভাগিতার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে থাকে**। ২৪ক পদে যোহন লিখেছে, *"আর যে ব্যক্তি তাঁর আজ্ঞা সকল পালন করে, সে তাঁতে থাকে, ও তিনি তাতে থাকেন।"* এখানে আজ্ঞা সকল বলে যোহন যে বহুবচন ব্যবহার করেছে, তার দ্বারা ঈশ্বর বিশ্বাস ও ভ্রাতৃপ্রেমের অধীন সমস্ত আজ্ঞাকে নির্দেশ করেছে। ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতার জীবন-যাপনকারী খ্রীস্টবিশ্বাসী ঈশ্বরে থাকে; এবং ঈশ্বর তার মধ্যে থাকেন। এর আগে ২:৬ পদে যোহন আমাদের বলেছে, *"যে বলে, আমি তাঁতে থাকি, তার উচিৎ, তিনি যেরূপ চলতেন, সেও তদ্রূপ চলে।"* আর এখানে বলা হয়েছে যে, *"যে তাঁর আজ্ঞা সকল পালন করে, সে তাঁতে থাকে।"* আবার, ৪:১২ পদে যোহন বলতে চলেছে, *"যদি আমরা পরস্পর প্রেম করি, তবে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে থাকেন।"* এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, তাঁর আজ্ঞা সকল পালন করার দ্বারা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন প্রকাশ পায়। অর্থাৎ, আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন ও বাধ্যতা একই মুদ্রার দুটি দিক।

এখন, বাধ্যতার প্রশ্নেও, আমরা অনেক সময় আমাদের অক্ষমতা উপলব্ধি করি; আর তার ফলস্বরূপ, আমরা ভাবি যে, আমরা তাঁতে নেই বা তিনি আমাদের মধ্যে নেই। এমন পরিস্থিতিতে আমরা কীভাবে আশ্বস্ত হতে পারি বা নিশ্চিত হতে পারি যে, তিনি আমাদের মধ্যে আছেন ও আমরা তাঁতে আছি? এর উত্তরে যোহন বলেছে, হ্যাঁ, এ বিষয়ে আশ্বাস দেবার জন্য আমাদের পক্ষে একজন আছেন, আর তিনি হলেন, আমাদের হৃদয়ে বসবাসকারী পবিত্র আত্মা। তাই যোহন লিখেছে, *"আর তিনি আমাদের যে আত্মা দিয়েছেন, তাঁর দ্বারা আমরা জানি যে, তিনি আমাদের মধ্যে থাকেন"* (৩:২৪খ)। রোমীয় ৮:১৪-১৬ পদে, পৌলও এ বিষয়ে উল্লেখ করেছে। এখানে একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, আর তা হল, এই নিশ্চয়তা কীভাবে প্রকাশিত হয়, তা যোহন

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

এখানে আমাদের বলেনি। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, এই নিশ্চয়তার প্রকাশ হিসাবে আমরা যেমন কেবল একটি বা কয়েকটি দিককে (পরভাষা/ অলৌকিক দান/ ক্ষমতা) নির্দেশ না করি। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, ঈশ্বরের আজ্ঞা সকলের প্রতি আমাদের বাধ্যতার জীবনে ত্রিত্ব ঈশ্বর সরাসরি অংশগ্রহণ করে থাকেন। পিতা ঈশ্বর আমাদেরকে বিভিন্ন আজ্ঞা দিয়েছেন; পুত্র যীশু খ্রীস্ট সেই আজ্ঞা সকল নিজে সম্পূর্ণভাবে পালন করে আমাদের কাছে আদর্শ স্থাপন করেছেন; এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে বসবাসের মাধ্যমে সেই সমস্ত আজ্ঞা পালনে আমাদের শক্তি যুগিয়ে থাকেন।

এইভাবে, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বাধ্যতার জীবন ও তাঁর দেওয়া নিশ্চয়তা আমাদের জীবনে সমান্তরালভাবে কাজ করে। আসুন আমরা নিজেদের প্রশ্ন করি: (১) আমরা কি তাঁর দেওয়া সেই নিশ্চয়তা লাভ করেছি? আমাদের বিশ্বাস জীবনের চলার পথে আমরা যখন ভ্রাতৃপ্রেম প্রদর্শনে ব্যর্থ হই, নিজেদের হৃদয়ের কাছে দোষী সাব্যস্ত হই; তখন কি আমরা স্মরণ করি যে, ঈশ্বর আমাদের হৃদয় থেকে মহান ও আমাদের থেকে তিনি আরও বেশি আমাদের উপলব্ধি করেন? তাই, আমরা যখন তাঁর কাছে আমাদের সেই সমস্ত অপরাধের বিষয় ক্ষমা চাই, তিনি যে কেবল ক্ষমা করেন, তা নয়; কিন্তু তাঁর সামনে উপস্থিত হবার নিশ্চয়তা পর্যন্ত দান করেন। (২) সেই নিশ্চয়তায় কি আমরা সাহসের সঙ্গে আমাদের যাচনা সকল তাঁর কাছে নিয়ে আসি ও আশা করি যে, তিনি সেগুলির উত্তর দেবেন? এই সমস্ত প্রার্থনা কি আমরা তাঁর ইচ্ছানুসারে করে থাকি? (৩) এইভাবে আমরা যখন ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও একে অন্যের প্রতি ভালোবাসার জীবন যাপন করতে চেষ্টা করি, এবং কখনও কখনও ব্যর্থ হই, তখন কি আমরা আমাদের মধ্যে বসবাসকারী পবিত্র আত্মার দ্বারা সেই নিশ্চয়তা উপলব্ধি করি যে, তিনি আমাদের মধ্যে আছেন ও আমরা তাঁতে আছি? এইভাবে, একদিকে প্রভুর দেওয়া নিশ্চয়তা এবং অন্যদিকে তাঁর আজ্ঞা সকলের প্রতি আমাদের বাধ্যতার মধ্যে কি আমরা ভারসাম্য রক্ষা করি? না-কি, তাঁর নিশ্চয়তা আমাদের অবাধ্য হবার লাইসেন্স দিয়েছে? কিম্বা, আমরা কি তাঁর প্রতি আমাদের বাধ্যতার দ্বারা তাঁর আশীর্বাদ অর্জনের নিশ্চয়তার আশা করছি?

বাংলা ভাষায়
সর্বপ্রথম
স্টাফ নোটেশনসহ
খ্রীস্টীয় গানবই

অনুগ্রহ গানবই
(Grace Hymnal)
৮৬২ পৃষ্ঠার এই বইয়ে আছে
১৪৫টি ইংরাজি সুরের গান
(বাংলা ও ইংরাজি কথাসহ)
২৬৮টি বাংলা সুরের গান ও
১০৬টি সুসমাচার সঙ্গীত
(বাংলা ও ইংরাজি কথাসহ)
মূল্য: -
প্রতি কপি মাত্র ১০০ টাকা
১০ বা তার বেশি কপির জন্য
মাত্র ৭৫ টাকা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)